সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৮৯
WEEKLY BOOKLET:389

আশিকানে দরুদ ও সালামের ২২টি ঘটনা



ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলো ০২
রোগ থেকে আরোগ্য নসিব হলো ১২
হিংস্র প্রাণির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো ২২
মন্দ আকৃতি থেকে মুক্তি ২৮



উপস্থাপনায়:
আল-মদীনাতুল ইলমিয়া
Islamic Research Center

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আশিকানে দরুদ ও সালামের ২২টি ঘটনা

আত্তারের দোয়া: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই "আশিকানে দরুদ ও সালামের ২২টি ঘটনা" পুস্তিকাটি পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ ও সালাম পাঠ করার তাওফিক দান করো, দুনিয়া ও আখিরাতের পেরেশানী থেকে মুক্তি ও তাঁর মা-বাবাসহ বিনা হিসাবে ক্ষমা করো। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

৭০০ বার দরুদ ও সালাম পাঠ করার ফযিলত

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত ইমাম জাফর সাদিক رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: যে কেউ শাবানুল মুয়াজ্জম মাসে প্রতিদিন সাতশতবার দরুদে পাক পাঠ করবে, আল্লাহ পাক কিছু ফেরেশতা নিযুক্ত করবেন যারা সেই দরুদে পাক রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পৌঁছে দিবে, এতে নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর রুহ মুবারক খুশি হবে, অতঃপর আল্লাহ পাক সেই ফেরেশতাদের নির্দেশ দিবেন, এই দরুদ পাঠকারীদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকো। (আল কৃওলুল বদী, ৩৯৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১) ঋণ পরিশোধ হয়ে গেলো

এক নেককার লোকের তিন হাজার দিনার (অর্থাৎ ৩০০০ স্বর্ণমুদ্রা) ঋণ ছিলো, ঋণদাতা যখন ঋণ পরিশোধ করার তাগাদা দিলো তখন সেই নেককার লোকটি বললো: এখন তো আমি অপারগ, আমার হাতে টাকা নেই। ঋণদাতা সেই নেককার লোকটির বিরুদ্ধে কাযী তথা বিচারকের নিকট বিচার দিলো, কাযী সাহেব সেই ঋণগ্রস্ত ব্যক্তিকে ডাকালেন আর তার কথা শোনার পর তাকে এক মাসের অবকাশ দিলেন এবং জানিয়ে দিলেন যে, এই সময়ের মধ্যে অবশ্যই ঋণ পরিশোধ করার ব্যবস্থা করবে। সেই নেককার লোকটি চিন্তিত হয়ে গেলো আর ভাবতে লাগলো যে, কি করবে? অতএব! সে কোন এক স্থানে বসে আল্লাহ পাকের দরবারে বিনয় ও একাগ্রতার সহিত মনোযোগী হলো আর এর পাশাপাশি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পাঠ করা শুরু করে দিলো, যখন কিছুদিন অতিবাহিত হলো তখন রাতে একটি স্বপ্ন দেখলো, কেউ একজন বলছে: চিন্তা করো না! তোমার ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। তুমি আলী বিন ঈসা উজিরের নিকট যাও আর গিয়ে তাকে বলে দাও যে, ঋণ পরিশোধের জন্য আমাকে তিন হাজার দিনার দিন। সেই নেককার লোকটি যখন ঘুম থেকে জাগ্রত হলো তখন খুবই আনন্দিত ছিলো কিন্তু পরক্ষণেই খেয়াল আসলো যে, আমার নিকট তো নিজের স্বপ্নটি সত্য প্রমাণ করার কোন নিদর্শন নেই, যদি উজির সাহেব প্রমাণ অথবা কোন নিদর্শন চান তবে আমি কি করবো? সেই নেককার লোকটি বললো: এটা চিন্তা করতে করতে পরদিন রাত এসে গেলো, যখন আমি ঘুমিয়ে পড়লাম তো আমার ঘুমন্ত ভাগ্য জেগে উঠলো, আমার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার নসিব হলো, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمও আলী বিন ঈসা উজিরের নিকট যেতে

www.dawateislami.net

ইরশাদ করলেন, যখন চোখ খুললাম তখন অত্যন্ত খুশি ছিলাম, তৃতীয় রাত পূনরায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ আনলেন এবং আবারও নির্দেশ দিলেন যে, উজির আলী বিন ঈসার কাছে যাও! আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! কোন নিদর্শন বা দলিল বলে দিন, যা আমি সেই উজিরকে বলবো। এটা শুনে দানশীলতার সমুদ্র প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: যদি উজির তোমাকে কোন নিদর্শন জিজ্ঞাসা করে তবে বলো যে, তুমি প্রতিদিন ফজরের নামাযের পর কারো সাথে কথা বলার পূর্বে রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি পাঁচ হাজার বার (৫০০০) দরুদে পাক পাঠ করো, যা আল্লাহ ও কিরামান কাতেবিন ছাড়া আর কেউ জানে না। এটা বলে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাশরিফ নিয়ে গেলেন, আমি জাগ্রত হলাম, ফজরের নামাযের পর বাইরে বের হলাম, ভেবে দেখলাম তো বুঝতে পারলাম যে, আজ এই সুযোগটির প্রায় একমাস অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। আমি উজির সাহেবের বাসস্থানে গেলাম এবং উজির সাহেবকে পুরো ঘটনা খুলে বললাম, যখন উজির সাহেব কোন প্রমাণ চাইলেন আর আমি নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী শুনালাম, তখন উজির সাহেব খুশিতে মেতে উঠলেন, তিনি ঘরের ভেতরে প্রবেশ করলেন আর নয় হাজার (৯০০০) দিনার নিয়ে আসলেন, তার মধ্য থেকে তিন হাজার (৩০০০) আমাকে দিলেন আর বললেন: এগুলো তোমার ঋণ পরিশোধের জন্য, এরপর তিন হাজার দিলেন আর বললেন: এগুলো তোমার সন্তান-সন্ততির খরচাদির জন্য, এরপর আরও তিন হাজার দিলেন আর বললেন: এগুলো তোমার ব্যবসার জন্য। যখন আমাকে বিদায় দিতে লাগলেন, তখন শপথ করে বললেন: হে ভাই! তুমি আমার দ্বীনি ভাই, এই ভালোবাসার সম্পর্ক ভঙ্গ করো না আর যখনই কোন প্রয়োজন পড়ে, কোন

www.dawateislami.net

কিছুর প্রয়োজন হবে, আমার কাছে চলে আসবে, আমি তোমার সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করবো। সেই লোকটির বর্ণনা হলো; সেই টাকাগুলো নিয়ে আমি সোজা কাযী সাহেবের আদালতে পৌঁছলাম আর যখন দলগুলোর ডাক আসলো তখন আমি সামনে অগ্রসর হলাম আর আমি তিন হাজার (৩০০০) দিনার কাযী সাহেবের সামনে রেখে দিলাম। এখন কাযী সাহেব আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি তো গরীব আর অসহায় ছিলে, তুমি এতগুলো টাকা কোথা থেকে পেলো? আমি পুরো ঘটনা খুলে বললাম, কাযী সাহেব এসব কথা শুনে চুপ হয়ে গেলেন, এরপর উঠে নিজের ঘরে চলে গেলেন আর ঘর থেকে তিন হাজার দিনার নিয়ে আসলেন এবং বলতে লাগলেন: আমি সেই নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারের গোলাম, তোমার সমস্ত ঋণ আমি আমার নিজের পক্ষ থেকে পরিশোধ করছি। যখন ঋণদাতা এই ঘটনা দেখলো, তখন সে বলতে লাগলো: আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সন্তুষ্টির জন্য এই বান্দার ঋণ ক্ষমা করে দিলাম। তা দেখে সেই ঋণগ্রস্ত লোকটি কাযী সাহেবকে বললো: জনাব আপনার অসংখ্য কৃতজ্ঞতা আদায় করছি। আপনি আপনার টাকা রেখে দিন, এখন আমার এগুলোর আর দরকার নেই। তখন কাযী সাহেব বলতে লাগলেন: আমি আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসায় যেই দিনার এনেছি সেগুলো আর ফিরিয়ে নিবো না, এই দিনারগুলো আপনার আপনি নিয়ে যান। সেই লোকটি বললো: আমি যেই লোক পূর্বে ঋণে জর্জরিত ছিলাম, আর এখন বার হাজার (১২০০০) দিনার নিয়ে ঘরে আসলাম, আমার ঋণও ক্ষমা হয়ে গেলো, ঘরের জন্য খরচও মিলে গেলো আর ব্যবসা করার জন্যও ভালো পুঁজি মিলে গেলো। এসব বরকত দরুদে পাক পড়ার কারণেই প্রকাশিত হয়েছে। (জযবুল কুলুব, ২৩৭ পৃ:)

www.dawateislami.net

মুশকিল জু সার পে আ'পড়ী তেরে হি নাম ছে টালী
মুশকিল কোশা হে তেরা নাম তুঝ পর দরুদ অর সালাম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একবার দরুদ শরীফ পড়ার বরকত

হে আশিকানে রাসূল! দরুদ পাঠকারী ব্যক্তির বিপদ দূরীভূত কেনো হবে না, কেননা দরুদ পাঠকারীর উপর আল্লাহ পাকের রহমত অবতীর্ণ হয়। যেমন; আল্লাহ পাকের শেষ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদে পাক পাঠ করলো, আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। (মুসলিম, ১৭২ পৃ:, হাদীস: ৯১২)

কাযী আবু আব্দুল্লাহ সাকাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আল্লাহ পাক যেই বান্দার উপর একটি রহমত অবতীর্ণ করেন, সেই রহমতটি তার জন্য দুনিয়া ও যা কিছু দুনিয়াতে রয়েছে তারচেয়ে উত্তম হয়ে থাকে, সুতরাং দশটি রহমতের ব্যাপারে কি আর বলবো? আল্লাহ পাক দরুদ পাঠকারীর সাথে সেই দশটি রহমতের কারণে কতো কল্যাণ ও মুসিবত দূর করবেন এবং সেই দরুদ পাঠকারীর কী পরিমাণ বরকত অর্জিত হবে। শায়খ আবু আতাউল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আল্লাহ পাক যার উপর একটি রহমত অবতীর্ণ করেন, তা দুনিয়া আখিরাতের সকল ক্ষেত্রে তাকে উপকৃত করবে, সুতরাং সেই ব্যক্তির মর্যাদা কেমন হবে, যার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ হবে। হযরত শায়ক আবু আব্দুল্লাহ রসসায়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: রহমত বলা হয় পুরুস্কারকে, দরুদ পাঠকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পাক দুনিয়ার পাশাপাশি আখিরাতেও পুরুস্কার দ্বারা ধন্য করবেন। (মাত্বালিউল মুসিররাত, ৩০ পৃ:)

www.dawateislami.net

এটা তো তাঁর দয়া নতুবা আমার মধ্যে এমন কোন যোগ্যতা নেই

আলা হযরতের পিতা, হযরত আল্লামা নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ওলামায়ে কিরাম ও আয়িম্মায়ে দ্বীন (অর্থাৎ বড় বড় ইমামগণ) বলেন: একটি দরুদে পাক দুনিয়া ও দুনিয়াতে যা কিছু রয়েছে, তার চেয়ে উত্তম এবং উভয় জগতের জন্য যথেষ্ট। এর সাওয়াব হাজার বছরের ইবাদতের সাওয়াবের চেয়ে বেশি এবং এর মর্যাদা অধিকাংশ শারীরিক, আর্থিক ও মৌখিকের মাধ্যমে করা ইবাদতের চেয়ে শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ এই নফল ইবাদতসমূহ ও ফরয এবং ওয়াজিবসমূহ ও সুন্নাতে মুয়াক্কাদা ইত্যাদি আপন আপন স্থানেই থাকে) আর এই দয়া ও অনুগ্রহ এই বরকত সম্পন্ন উম্মতের উপর, সেই নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বদৌলতে, অন্যথায় আমরা কখন এই সম্মান ও অনুগ্রহের উপযুক্ত ছিলাম। (সুরুরে কুলুব, ৩৪০ পৃ:) নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে কোন এক শায়ের খুব সুন্দর নাত বলেছেন, এর কয়েকটি পঙক্তি হলো:

কোয়ি সালিক্বা হে আরযু কা, না বন্দেগী মেরি বন্দেগী হে
ইয়ে সব তুমহারা করম হে আক্বা কে বাত আব তক বনী হুয়ি হে
হাম আপনে আমাল জানতে হে, হাম আপনি নিসবত সে কুছ নেহী হে
তুমহারে দর কি আযিম নিসবত মাতায়ে আযমত বনী হুয়ি হে
এহি হে খালিদ আসাসে রহমত এহি হে খালিদ বিনায়ি আযমত
নবী কা ইরফান বন্দেগী হে নবী কা ইরফান জিন্দেগী হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

সমস্ত আমলের চেয়ে উত্তম

হযরত আব্দুল আযিয দাব্বাগ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এতে কোন সন্দেহ নেই যে, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পড়া সমস্ত আমলের চেয়ে উত্তম, এগুলো সেসব ফেরেশতাদের আলোচনা, যাঁরা জান্নাতের চারিদিকে অবস্থান করে আর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাকের বরকত হলো যে, যখন সেই (ফেরেশতা) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পাঠ করে তখন জান্নাত প্রশস্ত হয়ে যায়। (আল ইবরীয, ২/৩৩৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরুদে পাকের উদ্দেশ্য ও উপকারিতা

হযরত আল্লামা আবু আব্দুল্লাহ হোসাইন বিন হাসান হালিমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৪০৩ হিঃ) বলেন: "রাসূলে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পড়ার একটি উদ্দেশ্য হলো যে, আল্লাহ পাকের হুকুম মান্য করে তাঁর নৈকট্য অর্জন করা, অপরটি হলো নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর আমাদের যেই হক রয়েছে তা আদায় করা।"

হযরত ইমাম ইযযুদ্দীন আব্দুস সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (ওফাত: ৬৬০ হিঃ)ও এটা অনুসরণ করতে গিয়ে বলেন: "আমাদের প্রিয় নবী, হুযুর পুরনূর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক প্রেরণ করা, তাঁর জন্য কোনোভাবেই কোন প্রকার সুপারিশের কারণ হয় না, কেননা আমাদের মতো মানুষ তাঁর মতো ব্যক্তিত্বের সুপারিশ কিভাবে করতে পারি? অবশ্য! আল্লাহ পাক আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেনো আমাদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের বদলা দিই আর যদি এমনটি করতে না

www.dawateislami.net

পারি, তবে তাঁর হকে দোয়া করি। ব্যস আল্লাহ পাক আমাদের অবস্থা সম্পর্কে জানেন যে, আমরা তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অনুগ্রহের বদলা দিতে অপারগ সুতরাং আমাদেরকে তাঁর উপর দরুদে পাক পাঠ করার শিক্ষা দিয়েছেন।" (হাদিকায়ে নাদিয়া, ১/৮)

হযরত ইবনে আরাবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পড়ার উপকারিতা স্বয়ং পাঠকারীর হয়ে থাকে, কেননা এই বিষয়টি উত্তম আকিদা, একনিষ্ট নিয়্যত, ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ, সর্বদা অনুগত থাকা ও নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ওসিলা মুবারককে সম্মানীত জানার প্রতি পথপ্রদর্শন করে। (আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়া, ২/৫০৬)

দরুদ শরীফ পড়ার দ্বারা কী পাওয়া যায় না!

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: ★ দরুদ শরীফ দ্বারা বিপদ দূরীভূত হয় ★ রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য লাভ হয় ★ ভয় দূর হয় ★ জুলুম থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ★ শত্রুদের উপর বিজয় অর্জিত হয় ★ আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জিত হয় এবং হৃদয়ে তাঁর ভালোবাসা সৃষ্টি হয় ★ ফেরেশতারা তার আলোচনা করে ★ আমলের পরিপূর্ণতা নসিব হয় ★ মন ও প্রাণ, ধন ও সম্পদের পবিত্রতা অর্জিত হয় ★ পাঠকারীর অবস্থা ভালো হয়ে যায় ★ বরকত অর্জিত হয় ★ বংশের পর বংশে ধারাবাহিক বরকত থাকে ★ দরুদ শরীফ পড়ার দ্বারা কিয়ামতের ভয়াবহতা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ★ মৃত্যুর সময় সহজতা নসিব হয় ★ দুনিয়ার ধ্বংসলীলা থেকে মুক্তি পাওয়া যায় ★ দারিদ্রতা দূরীভূত হয় ★ ভুলে যাওয়া বিষয়াদি মনে পড়ে ★ ফেরেশতারা দরুদ পাঠকারীকে বেষ্টন করে নেয় ★ দরুদ শরীফ

www.dawateislami.net

পাঠকারী যখন পুলসিরাত দিয়ে অতিক্রম করে তখন নুর ছড়িয়ে পড়বে আর সে অটল অবস্থায় চোখের পলকেই মুক্তি পেয়ে যাবে ★ মহান সৌভাগ্য হলো এটা যে, দরুদ শরীফ পাঠকারীর নাম হুযুর নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থাপন করা হয় ★ হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর ভালোবাসা বৃদ্ধি পায় ★ প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মনে স্থানে করে নেয় ★ অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ার দ্বারা রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কল্পনা মস্তিষ্কে বসে যায় ★ সৌভাগ্যবানদের প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যের মর্যাদা অর্জিত হয় ★ স্বপ্নে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার নসিব হয় ★ কিয়ামতের দিন নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সাথে মুসাফাহা করার সৌভাগ্য নসিব হবে ★ ফেরেশতারা মারহাবা বলে আর ভালোবাসা পোষন করে ★ ফেরেশতারা সেই দরুদকে স্বর্ণের কলম দ্বারা রুপার কাগজে লিখে থাকে আর তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে ★ জমিনে বিচরণকারী ফেরেশতারা তার দরুদ শরীফ নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে পাঠকারী ও তার পিতার নামসহ উপস্থাপন করে থাকে। (জযবুল কুলুব, ২২৯ পৃ:)

তাজেদারে হেরম এ শাহানশাহে দিঁ,
তুম পর হার দম করোড়ো দরুদ ও সালাম।
হো নিগাহে করম মুঝ পে ইয়া সায়্যিদাল মুরসালিন,
তুম পে হার দম করোড়ো দরুদ ও সালাম।
আব বুলা লো মদীনে মে আত্তার কো,
আপনে কদমো মে রাখ লো গুনাহগার কো,
কোয়ি ইস কে সিওয়া আ'রযু হি নেহী,
তুম পে হার দম করোড়ো দরুদ ও সালাম। (ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৫৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(২) প্রতিটি মুসিবতে কাজে আসা ফেরেশতা

সিলসিলায়ে কাদেরীয়া রযবীয়া আত্তারীয়ার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ, হযরত আবু বকর শিবলী বাগদাদী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: আমি আমার এক মরহুম প্রতিবেশিকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? তিনি বললেন: আমাকে খুব কঠোরতার সম্মুখিন হতে হয়েছিলো, আমি মনে মনে ভাবলাম যে, হয়তো আমার মৃত্যু ঈমানের উপর হয়নি! তৎক্ষণাৎ আওয়াজ আসলো: দুনিয়াতে প্রয়োজন ব্যতীত মুখ ব্যবহার করার কারণে তোমাকে এই শাস্তি দেয়া হচ্ছে। সুতরাং আযাবের ফেরেশতারা আমার দিকে অগ্রসর হলো, এরই মধ্যে এক ব্যক্তি, যিনি খুবই সুদর্শন ও সুগন্ধি ওয়ালা ছিলেন, তিনি আমার ও আযাবের মাঝখানে এসে গেলেন আর আমাকে মুনকার নাকিরের প্রশ্নত্তোর মনে করিয়ে দিলেন আর আমি সেভাবে উত্তর দিয়ে দিলাম, اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ! আযাব আমার কাছ থেকে দূরীভূত হয়ে গেলো। আমি সেই বুযুর্গুকে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ পাক আপনার উপর দয়া করুন, আপনি কে? বললেন: তোমার অধিকহারে দরুদ শরীফ পড়ার বরকতে আমি সৃষ্টি হয়েছি আর আমাকে তোমার প্রতিটি বিপদের সময় তোমাকে সাহায্য করার জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। (আল কুওলুল বদী, ২৬০ পৃ:)

আপ কা নামে নামী এ সাল্লে আলা
হার জাগা হার মুসিবত মে কাম আ গেয়া

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

কবরে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেনো আসতে পারবেন না?

سُبْحٰنَ الله অধিকহারে দরুদ শরীফ পাঠ করার বরকতে সাহায্য করার জন্য কবরে যদি ফেরেশতা আসতে পারে, তাহলে সমস্ত ফেরেশতাদেরও আক্বা, রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কেনো দয়া করতে পারবেন না! কেউ খুব সুন্দর ফরিয়াদ করেছে:

মে গোর আন্ধেরি মে ঘাবড়াউঙ্গা জব তানহা ইমদাদ মেরি করনে আ জানা মেরে আক্বা
রওশন মেরি তুরবত কো লিল্লাহ শাহা করনা জব নাযা কা ওয়াক্ত আয়ে দিদার আতা করনা

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

পুলসিরাতে নুর

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: আমার উপর দরুদ পাঠ করা পুলসিরাতের জন্য নুর হবে, যে আমার উপর জুমারদিন আশিবার দরুদ পাঠ করে, আল্লাহ পাক তার আশি বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দেন।

(জামেউস সগির, ৩২০ পৃ:, হাদীস: ৫১৯১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

শরীর ও রুহের নিরাপত্তা

একজন জ্ঞানী ব্যক্তি বলেন: শরীরের সুরক্ষা কম আহার করার মাঝে নিহীত রয়েছে আর রুহের নিরাপত্তা গুনাহের কমতির মাঝে এবং দ্বীনের নিরাপত্তা নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়ার মাঝে নিহিত। **(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৯ পৃ:)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের দরুদ দ্বারা খুশি হয়ে থাকেন

অনেক বড় আশিকে রাসূল, হযরত সায়্যিদুনা আল্লামা শায়খ ইউসুফ বিন ঈসমাইল নাবহানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ কে দরুদে পাকের ব্যাপারে একটি প্রশ্ন করা হলো, তখন তিনি বলেন: "আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব, হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উম্মতের দরুদে পাক পড়ার দ্বারা খুশি হয়ে থাকেন।"

(আফদালুস সালাত আলা সায়্যিদিস সাআদাত, ১৫-১৬ পৃ:)

হো দরুদ ও সালাম, মেরে লব পর মুদাম
হার ঘড়ী দম বদম, তাজদারে হেরেম

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৩) রোগ-ব্যাধি থেকে আরোগ্য নসিব হলো

একবার খলিফা হারূনুর রশিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ অসুস্থ হয়ে পড়েন, অনেক চিকিৎসা করালেন কিন্তু সুস্থ্য হলেন না, এই অবস্থায় ছয়মাস অতিবাহিত হয়ে গেলো। একদিন তিনি জানতে পারলেন যে, হযরত শায়খ আবু বকর শিবলি رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ তার প্রাসাদের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছেন, তখন তিনি তাঁকে নিজের নিকট তাশরিফ আনার আবেদন জানালেন। যখন তিনি তাশরিফ আনলেন তখন তাঁকে দেখে বললেন: চিন্তা করবেন না, আল্লাহ পাকের রহমতে আজই শান্তি ফিরে আসবে। অতঃপর তিনি দরুদ শরীফ পড়ে বাদশার শরীরে হাত বুলিয়ে দিলেন, তখন সাথে সাথেই সুস্থ হয়ে গেলেন। (রাহাতুল কুলুব, (ফারসি) ৫০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আমার হাবীবের উপর অধিকহারে দরুদ প্রেরণ করো

আল্লাহ পাক হযরত মূসা কলিমুল্লাহ عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি অহী অবতীর্ণ করলেন: হে মূসা! তুমি কি চাও যে, আমি তোমার ততো বেশি নিকটে হয়ে যাই, যতটুকু তোমার কথা মুখের চেয়ে, তোমার চিন্তাধারা তোমার হৃদয়ে চেয়ে, তোমার রুহ তোমার দেহের চেয়ে এবং তোমার দৃষ্টিশক্তি তোমার চোখের চেয়ে নিকটে? তিনি আরয করলেন: জি হ্যাঁ! হে আমার প্রতিপালক! আল্লাহ পাক ইশাদ করলেন: তাহলে তুমি মুহাম্মদে মুস্তাফার উপর অধিকহারে দরুদে পাক পাঠ করো। **(হিলয়াতুল আউলিয়া, ৬/৩৩, নং: ৭৭১৬)**

নুহ ও খলিল ও মূসা ও ঈসা সব কা হে আক্বা নামে মুহাম্মদ
পায়ে মুরাদেঁ দোনো জাহা মে জিস নে পুকারা নামে মুহাম্মদ
দোনো জাহাঁ মে দুনিয়া ও দ্বীঁ মে হে এক ওসিলা নামে মুহাম্মদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৪) মদীনার পথে ফরযের পর অন্য কোন ইবাদত দরুদে পাকের সমান নয়

হযরত শায়খ আব্দুল হক মুহাদ্দিস দেহলবী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যখন আমি মক্কা থেকে মদীনা শরীফের দিকে রওনা হলাম, শায়খ আব্দুল ওয়াহহাব মুত্তাকী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (অর্থাৎ আমার পীর ও মূর্শিদ) বললেন: এই পথে ফরযসমূহের পর অন্য কোন ইবাদত দরুদে পাকের সমান নয়, নিজের সমস্ত সময়টুকু এতেই ব্যয় করো! (অর্থাৎ মক্কা-মদীনার রাস্তায় নিজের পুরোটা সময় দরুদ শরীফ পাঠ করতে থাকো), আমি আরয করলাম: কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা? বললেন: এখানে কোন নির্দিষ্ট সংখ্যা নেই,

www.dawateislami.net

এতো পড়ো এতো পড়ো যেনো দরুদে পাকের রঙে রঙিন হয়ে যাও এবং এতেই ডুবে যাও (অর্থাৎ দরুদ ও সালামের মধ্যে ডুবে যাও)।

(সুরুরুল কুলুব ৩৪১ পৃ:)

ইউ মুঝ কো মউত আয়ে তুমহারে দিয়ার মে
চৌকাঠ পে সার হো লব পে দরুদ ও সালাম হো
বেকার গুফতগো সে মেরি জান ছুট জায়ে
হার ওয়াক্ত কাশ! লব পে দরুদ ও সালাম হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

একদিনে এক হাজারবার দরুদে পাক পড়ার ফযিলত

নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর একদিনে এক হাজারবার দরুদে পাক পড়বে, সে ততক্ষণ মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ না জান্নাতে নিজের স্থান দেখে নিবে।

(আত্তারগিব ওয়াত্তারহিব, ২/৩২৮, হাদীস: ২২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৫) সালাম প্রদানকারীদের সালামের উত্তর

হযরত সুলায়মান বিন সুহাইম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর বর্ণনা: আমি স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভ করলাম, তখর আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! যেসব লোকেরা আপনার দরবারে উপস্থিত হয়ে আপনার উপর সালাম প্রেরণ করে, আপনি তাদের সালামের ব্যাপারে জানেন? হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: হ্যাঁ এবং আমি তাদের সালামের উত্তরও দিয়ে থাকি। (হিলয়াতুল আম্বিয়া লিল বায়হাকী, ১০৫ পৃ:, নং: ১৯)

www.dawateislami.net

হাকিমুল উম্মত হযরত মুফতি আহমদ ইয়ার খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ লিখেন: মনে রাখবেন হুযুর (صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم) এক সময়ে অসংখ্য দরুদ পাঠকারীদের প্রতি সমান মনোযোগ রাখেন, সকলের সালামের উত্তর প্রদান করেন, যেমন; সূর্য একই সময়ে পুরো পুথিবীর উপর মনোযোগ দিয়ে থাকে, তেমনিভাবেই আসমানী নবুয়তের সূর্য একই সময়ে সকলের দরুদ ও সালাম শ্রবণ করেন এবং এর উত্তরও দিয়ে থাকেন, তবে এতে তাঁর কোন কষ্টও অনূভব হয় না, এমন কেনো হবে না, কারণ তিনি তো মাযহারে যাতে কিবরিয়া (আল্লাহ পাকের সত্তার বহিঃপ্রকাশ), (যেমনটি) আল্লাহ পাক একই সময়ে সকলের দোয়া শুনেন (তেমনিভাবে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم তাঁর দানক্রমে একই সময়ে অসংখ্য আশিকে রাসূলের দরুদ ও সালাম শুনে থাকেন)। (মিরআতুল মানাজিহ, ২/১০১)

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আলা হযরতের ভাই মাওলানা হাসান রযা খান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ আরয করেন:

এ মদীনে কে তাজেদার সালাম এ গরীবো কে গমগুসার সালাম
উস জাওয়াবে সালাম কে সদকে তা কিয়ামত হো বে শুমার সালাম

(যওকে নাত, ১৭০-১৭১ পৃ:)

صَلُّوۡا عَلَى الۡحَبِيۡب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৬) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার থেকে সালাম

হযরত মুহাম্মদ বিন ইয়াহইয়া কিরমানী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ বলেন: আমরা হযরত আবু আলী বিন শাযান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর নিকট বসা ছিলাম, এরই মধ্যে হঠাৎ একজন অপরিচিতি যুবক আসলো আর সালাম দিয়ে হযরত আবু আলী বিন শাযান رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ এর ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো। আমরা তাঁর

www.dawateislami.net

দিকে ইশারা করলাম যে, ইনি। সেই যুবকটি হযরত আবু আলী শাযান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর খেদমতে আরয করলো: হে শায়খ! আমি আল্লাহ পাকের রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি আমাকে ইরশাদ করেছেন: তুমি আবু আলী বিন শাযানকে খুঁজছো, যখন তাঁর সাথে সাক্ষাত হবে, তখন তাঁকে সালাম দিও। সেই যুবকটি যখন চলে গেলো তখন হযরত আবু আলী শাযান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কেঁদে দিলেন আর কেঁদে কেঁদে বললেন: নিজের মধ্যে এমন কোন যোগ্যতা তো পাইনি, যার কারণে এমন সৌভাগ্য অর্জিত হয়েছে, তবে এই বিষয়টি ছাড়া, আমি হাদীসে পাক পড়তে থাকি আর হাদীসে পাকে যখনই হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নাম মুবারক আসে, প্রতিবার দরুদে পাক পাঠ করি। বর্ণনাকারী বলেন: এই ঘটনার দুই বা তিন মাস পর হযরত আবু আলী বিন শাযান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ইন্তিকাল করেন।

(আল কুরবাতু ইলা রব্বিল আলামিন ৬৩ পৃ:, নং: ৬০)

ওহ সালামত রাহা কিয়ামত মে পড় লিয়ে জিস নে দিল সে চার সালাম
মেরে পেয়ারে পে মেরে আক্বা পর মেরি জানিব সে লাখ বার সালাম
মেরি বিগড়ি বানানে ওয়ালে পে ভেজ এ মেরে কিরদগার সালাম

হে আশিকানে রাসূল! এই পংতির মধ্যে "লাখবার সালাম" এর শব্দাবলি রয়েছে, যদি কোন কেউ এই পংতি পড়ে, তাহলে এর মাধ্যমে রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে লক্ষবার দরুদ ও সালাম পেশ করা হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: এইভাবে আমরা "মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম" বলি তখন এইভাবে আমরাও নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে লক্ষ সালামের উপহার পেশ করে থাকি। বিভিন্ন মাহফিল ও ইজতিমায় যখন "সালামে

www.dawateislami.net

রযা” পড়ার সময় আসে তখন কিছু লোকের ঠোঁট বন্ধ থাকে, তারা এই সালামটি পড়তে অলসতা করে, এইভাবে অনেক সময় নাতখানি ও সালাম পড়তে পড়তে বার বার এই লাইন “মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম” পড়ার পরিবর্তে আরও দুইটি পঙক্তি (অর্থাৎ অন্য শে’র) শুরু করে দেয়, আমার মাথায় তখন এই বিষয়টি এসেছে যে, এরা বঞ্চিত হলো “মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম” পড়া ব্যতীত অন্য কোন পংতি শুরু করে দিলো। এটা বোঝার বিষয় যে, যেহেতু সালাত ও সালাম পড়ার জন্যই দাঁড়িয়েছি, সময়ও দিচ্ছি তখন এখন একটু ঠোঁটকেও নড়াছাড়া করি, মুখকেও সুযোগ দিই যে, তারাও সালাম পড়ুক। আমাদের একবার “মুস্তফা জানে রহমত পে লাখো সালাম” বলার দ্বারা আমাদের পক্ষ থেকে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে লক্ষবার সালাম পেশ করা হয়ে গেলো এবং সেই লক্ষবার সালামের মধ্য হতে একটি সালামের উত্তরও যদি আমরা পেয়ে যাই তবে আল্লাহ পাকের শপথ! দুনিয়া আখিরাতে তরী পাড় হয়ে যাবে। اِنْ شَآءَ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৭) দরুদ শরীফের ফযিলতের একটি অপূর্ব ঘটনা

নিজের সময়কার মুহাদ্দিস হযরত আবু সুলাইমান মুহাম্মদ বিন হোসাইন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم স্বপ্নে আমাকে ইরশাদ করলেন: হে আবু সুলাইমান! যখন তুমি হাদীস পড়তে গিয়ে আমাকে স্মরণ করো তখন আমার উপর দরুদ পড়ে থাকো কিন্তু তুমি “وَسَلَّم” কেনো বলো না? এতে চারটি অক্ষর রয়েছে, প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি নেকী রয়েছে, সুতরাং তুমি চল্লিশটি নেকী ছেড়ে দিচ্ছো।

www.dawateislami.net

(আল কুওলুল বদী, ৪৬৪ পৃ:) অর্থ এটা দাঁড়ালো যে "وَسَلَّم" পড়ার দ্বারা সাওয়াব আরও বেশি পাওয়া যাবে, "وَسَلَّم" শব্দটি বাদ দিলে সাওয়াব কমে যাবে অর্থাৎ দরুদের পাশাপাশি সালামও পড়ে নিবো তখন সাওয়াব অধিক পাওয়া যাবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৮) আশিকে দরুদের সম্মান

হযরত শায়খ আবু বকর শিবলি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ একদিন বাগদাদ শরীফের অনেক বড় আলিম হযরত আবু বকর বিন মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট গেলেন, তখন তিনি তৎক্ষণাৎ দাঁড়িয়ে তাঁর সাথে কোলাকুলি করলেন আর কপালে চুম্বন করে খুবই সম্মান সহকারে নিজের পাশে বসালেন, উপস্থিত লোকেরা আরয করলেন: ইয়া সায়্যিদি! আপনি ও বাগদাদবাসীগণ কাল পর্যন্ত একে পাগল বলতেন কিন্তু আজ তাকে এইভাবে সম্মান কেনো করছেন? উত্তর দিলেন: আমি এরকম এমনি এমনি করিনি, اَلْحَمْدُ لِلّٰه আজ রাতে আমি স্বপ্নে এই ঈমানোদ্দীপক ঘটনা দেখেছি যে, হযরত আবু বকর শিবলি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়েছেন, তখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم দাঁড়িয়ে তাকে বুকের সাথে লাগিয়ে নিলেন আর কপালে চুম্বন করে নিজের পাশে বসালেন। আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! শিবলির প্রতি এই পরিমাণ স্নেহ কি কারণে? আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم (অদৃশ্যের সংবাদ দিতে গিয়ে) ইরশাদ করলেন: সে প্রত্যেক নামাযের পর এই আয়াতে করীমা পড়ে:

www.dawateislami.net

لَقَدْ جَآءَكُمْ رَسُوْلٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ عَزِيْزٌ عَلَيْهِ
مَا عَنِتُّمْ حَرِيْصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِيْنَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ

(পারা: ১১, সূরা তাওবা, আয়াত: ১২৮)

এবং এর পর আমার উপর দরুদ পাঠ করে।

(জিলায়ুল ইফহাম, ২৪১ পৃ:। আল কৃওলুল বদী, ৩৪৬ পৃ:)

বে আদদ অউর বে আদদ তাসলিম বে শুমার অউর বে শুমার দরুদ
বৈঠতে উঠতে জাগতে সুতে হো ইলাহী মেরা শিয়ার দরুদ

(যওকে নাত, ১২৪ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(৯) অধিকহারে দরুদ না পড়লে ধ্বংস হয়ে যেতে

হযরত শায়খ হোসাইন বিন আহমদ কাওয়ায বিসাতী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি আল্লাহ পাকের নিকট প্রার্থনা করেছি যে, স্বপ্নে আমি আবু সালেহ মুয়াজ্জিন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে দেখতে চাই। (আমার আবেদন কবুল হলো এবং) আমি স্বপ্নে তাঁকে ভালো অবস্থায় দেখতে পেলাম, জিজ্ঞাসা করলাম: হে আবু সালেহ! আপনি কেমন আছেন? বললেন: হে আবুল হাসান! যদি নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সম্মানীত সত্তার প্রতি অধিকহারে দরুদে পাক প্রেরণ না করতাম তবে আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম।

(সাআদাতুদ দারাইন, ১৩৬ পৃ:)

যাতে ওয়ালা পে বার বার দরুদ বার বার অউর বে শুমার দরুদ
বৈঠতে উঠতে জাগতে সুতে হো ইলাহী মেরা শিয়ার দরুদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১০) আহত অবস্থায় দরুদ পাঠ

হযরত আব্দুর রহমান বিন আহমদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি "হাম্মাম" তথা শৌচাগারে গেলাম, তখন পড়ে গেলাম, ব্যথার কারণে হাত অবশ হয়ে গেলো, রাতে সেই ব্যথার মধ্যেই (দরুদে পাক পড়তে পড়তে) ঘুমিয়ে গেলাম, স্বপ্নে আমি প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত দ্বারা ধন্য হলাম, আমি আবেদন করে বললাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! তখন তিনি আমাকে ইরশাদ করলেন: হে আমার বৎস! (আহত অবস্থায়) তোমার দরুদ (পড়াটা) আমাকে অস্থির করে দিয়েছে। যখন সকাল হলো তখন প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বরকতে ব্যথা ও অবশের নাম ও নিশানা পর্যন্ত রইলো না। (আল কৃওলুল বদী, ৩২৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১১) দরুদ শরীফ লেখকের মাগফিরাত হয়ে গেলো

হযরত সুফিয়ান বিন উয়াইনা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমার এক দ্বীনি ভাই ছিলো, সে ইন্তিকালের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟ অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছে? সে বললো: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: কোন আমলের কারণে? বলতে লাগলেন: আমি হাদীস শরীফ লিখতাম আর যখনই নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর আলোচনা আসতো তখন আমি সাওয়াবের নিয়্যতে "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" লিখতাম, এই আমলের বরকতে আমার মাগফিরাত হয়ে গেলো। (আল কৃওলুল বদী, ৪৬৩ পৃ:)

www.dawateislami.net

(১২) ফেরেশতাদের ইমামতি

হযরত হাফস বিন আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর বর্ণনা, হযরত আবু যুরআ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর ওফাতের পর আমি তাকে স্বপ্নে দেখলাম, তিনি দুনিয়ার আসমানে ফেরেশতাদেরকে নামায পড়াচ্ছেন, আমি বললাম: আপনি এই মর্যাদা কিভাবে পেয়েছেন? তিনি বললেন: আমি আমার হাতে এক লক্ষ হাদীসে মুবারকা লিখেছি আর আমি এসবের মধ্যে "عَنِ النَّبِيِّ" এরপর "صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم" বলেছি এবং হুযুরে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: مَنْ صَلّٰى عَلَيَّ صَلَاةً صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ عَشْرًا অর্থাৎ যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ প্রেরণ করলো আল্লাহ পাক তার উপর দশটি রহমত অবতীর্ণ করেন। **(তারিখে বাগদাদ, ১০/৩৩৪ পৃ:, নং: ৫৪৬৯)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৩) কিতাবে দরুদে পাক লিখার বরকত

হযরত আবু সালেহ আব্দুল্লাহ বিন সালেহ সুফী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এক মুহাদ্দিসকে আমি স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলাম: আল্লাহ পাক আপনার সাথে কেমন আচরণ করেছে? তিনি বললেন: আল্লাহ পাক আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। তাকে জিজ্ঞাসা করা হলো: কি কারণে? তিনি বললেন: আমার কিতাবে আল্লাহ পাকের প্রিয় রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ লেখার কারণে। **(তারিখে ইবনে আসাকির, ৫৪/১১৩, নং: ৬৬৪৬)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৪) হিংস্র প্রাণির হাত থেকে মুক্তি পেয়ে গেলো

একবার হযরত শায়খ আবুল হাসান শাযলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কোন জঙ্গলে ছিলেন, এরই মধ্যে হঠাৎ তাঁদের সামনে একটি হিংস্র জন্তু এসে গেলো, তাদের প্রাণ বিপর্যয়ে পড়ে গেলো, তখন তাঁরা সেই জন্তুর ভয়ে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর পবিত্র সত্তার উপর দরুদ পড়া শুরু করে দিলো, এই সহীহ হাদীসের আলোকে "যে ব্যক্তি হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দরুদ প্রেরণ করলো আল্লাহ পাক সেটার বিনিময়ে দশবার দরুদ প্রেরণ করেন।" আর আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে দরুদ প্রেরণ দ্বারা উদ্দেশ্য হলো (বান্দার উপর তাঁর) রহমত (অবতীর্ণ) এবং যার উপর রহমত দান করেন, সেটা তার জন্য যথেষ্ট হয়ে যায়, ব্যস এই দরুদের কারণে হযরত আবুল হাসান আলী শাযলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই জন্তুর কাছ থেকে মুক্তি পেয়ে গেলেন। (সাআদাতুদ দারাইন, ১৫২ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৫) অধিকহারে দরুদ পাঠের বরকতে দীদারে মুস্তফা

হযরত আব্দুল্লাহ বিন সালাম رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার ভাই হযরত ওসমান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সাথে সাক্ষাতের করতে গেলেন, তাকে খুব খুশি খুশি দেখাচ্ছিলো, (খুশির কারণ জিজ্ঞাসা করা হলো তখন তিনি) বললেন: আমি আজ রাতে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার দ্বারা ধন্য হয়েছি, হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে একটি বালতি (অর্থাৎ পাত্র) দান করলেন, যাতে পানি ছিলো, আমি পেঠ ভরে পান করলাম, যার শীতলতা এখনো পর্যন্ত অনূভব করছি। হযরত আব্দুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ জিজ্ঞাসা করলেন: আপনি এই

www.dawateislami.net

মর্যাদা কিভাবে অর্জন করলেন? বললেন: হুযুরে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরুদে পাক পড়ার কারণে। (সাআদাতুদ দারাইন, ১৪৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৬) নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে অধিকহারে দরুদ পড়ার সাওয়াবের বরকত

শায়খ আবুল মাওয়াহিব মুহাম্মদ শাযলী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমি স্বপ্নে রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করার সৌভাগ্য অর্জন করলাম, তখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم আমাকে ইরশাদ করলেন: "তুমি (কিয়ামতের দিন) এক লক্ষ বান্দার সুপারিশ করবে।" আমি আরয করলাম: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আমি এটার যোগ্য কিভাবে হলাম? ইরশাদ করলেন: "এজন্য যে তুমি আমার উপর দরুদ পড়ে এর সাওয়াব আমাকে উপহার হিসেবে দিয়ে দাও।"

(আত ত্বাবাকাতুল কুবরা লিল শা'রানী, ২/১০১, নং: ৩১৮)

বিঃদ্রঃ- সাওয়াব উপহার হিসেবে প্রদান করার পদ্ধতি হলো যে, পড়ার সময় সাওয়াব উপহার করার অন্তরে নিয়্যত করে নেয়া অথবা পড়ার পূর্বে বা পরে মুখেও বলে নেয়া যে, এই দরুদ শরীফের সাওয়াব নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জন্য উপহার পেশ করছি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(১৭) ৫৫০ জন কবরবাসী থেকে কবরের আযাব চলে গেলো

মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর নিকট এক মহিলা উপস্থিত হলো আর বলতে লাগলো: আমার যুবতী কন্যা ইন্তিকাল

www.dawateislami.net

করেছে, আমি চাই যে, তাকে স্বপ্নে দেখবো, এমন কোন আমল বলে দিন, যা দ্বারা আমার উদ্দেশ্য পূরণ হবে, তিনি আমাকে কিছু শিখিয়ে দিলেন, সুতরাং সেই মহিলাটি তার মেয়েকে স্বপ্নে দেখলো, তখন তার এই অবস্থা ছিলো যে, সে আলকাতরার পোশাক পরিহিত অবস্থায় ছিলো, তার গর্দানে লোহার শিকল ছিলো আর পায়ে বেড়ি পড়ানো ছিলো। মহিলাটি এই স্বপ্নের কথা হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে শোনালেন, তিনি এতে কষ্ট পেলেন। কিছুদিন পর (স্বপ্নে) হযরত হাসান বসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সেই যুবতীকে জান্নাতে দেখলেন, তার মাথায় মুকুট পড়ানো ছিলো, সে বলতে লাগলো: হে হাসান! আপনি আমাকে চিনেন, আমি সেই মহিলার কন্যা, যিনি আপনার নিকট এসেছিলো আর আমার খারাপ অবস্থার ব্যাপারে আপনাকে বলেছিলেন। তিনি তাকে জিজ্ঞাসা করলেন: তোমার এই অবস্থার পরিবর্তন কিভাবে আসলো? মেয়েটি বললো: আমাদের (কবরস্থানের) পাশ দিয়ে এক ব্যক্তি অতিক্রম করলো আর সে নবীয়ে আকরাম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর একবার দরুদ পাঠ করলো, (ঐসময়) কবরস্থানের ৫৫০ জন লোক কবরে আযাবে লিপ্ত ছিলো, ঘোষণা দেয়া হলো: এই ব্যক্তির দরুদের বরকতে এই কবরবাসী থেকে আযাব উঠিয়ে দাও!

এই ঘটনার ব্যাপারে "মুকাশাফাতুল কুলুবে" রয়েছে: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এক ব্যক্তির দরুদ প্রেরণের বরকতে এতগুলো লোকের ক্ষমা হয়ে গেলো, তো সেই ব্যক্তি, যে পঞ্চাশ বছর ধরে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ প্রেরণ করছে, সে কি কিয়ামতের দিন হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ পাবে না? (মুকাশাফাতুল কুলুব, ২৪ পৃ:)

www.dawateislami.net

ইন্তিকাল করা ব্যক্তির পাশে দরুদ পাঠ করা হয়ে থাকে

হযরত ইমাম জালাল উদ্দীন সুয়ুতী শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ লিখেন: নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর জাহেরী হায়াতে অন্তিম মূহুর্তে চলে আসা ব্যক্তিদের নিকট এটা বলা হতো: হে আল্লাহ পাক! অমুক বিন অমুককে মাগফিরাত দান করো, তার কবর শীতল ও প্রশস্ত করে দাও, মৃত্যুর সময় তাকে শান্তি দান করো, তাকে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নৈকট্যতা দান করো, তাকে আপন করে নাও এবং তার রুহকে নেককারদের রুহের দিকে নিয়ে যাও, আমাদেরকে তার সাথে এমন ঘরে (অর্থাৎ জান্নাতে) একত্রিত করো, যাতে সুস্থতা অবশিষ্ট থাকে, দূঃখ ও কষ্ট থাকে না এবং সেই ব্যক্তির নিকট লাগাতার রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়া হয়ে থাকে, এমনকি তার রুহ কবয হয়ে যায়। (শরহুস সুদূর, ৩৭ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

দরুদ পাঠকারীর নিশ্বাসের গুরুত্ব

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত; নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যেই ব্যক্তি আমার উপর একবার দরুদ প্রেরণ করে আল্লাহ পাক তার প্রতিটি নিশ্বাসে একটি সাদা মেঘ সৃষ্টি করেন, এরপর সেই মেঘটিকে রহমতের সমুদ্র থেকে উপকার অর্জন করার নির্দেশ দেন, এরপর সেটাকে বর্ষিত হওয়ার নির্দেশ দেন, সেটার যেসব ফোটা জমিনে পড়ে তা থেকে আল্লাহ পাক স্বর্ণ ও যেই ফোটা পাহাড়ে পড়ে সেগুলো থেকে রুপা তৈরী করেন এবং যেসব ফোটা কোন কাফিরের উপর পড়ে তাকে ঈমানের দৌলত দান করেন। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৪৭ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(১৮) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর সুপারিশ পাওয়ার মাধ্যম

এক ব্যক্তি উদাসিনতার কারণে নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পড়তো না, একরাতে সে স্বপ্নে প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর যিয়ারত করলো, আরয করা হলো: আপনি কি অসন্তুষ্ট? প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم উত্তর দিলেন: না! সে আরয করলো: তাহলে আপনি কেনো আমার দিকে তাকাচ্ছেন না? নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বললেন: আমি তোমাকে চিনি না। সে আরয করলো: আপনি আমাকে কিভাবে চিনতে পারছেন না অথচ আমি আপনার উম্মতের একজন এবং ওলামারা বলেন যে, আপনি আপনার উম্মতদের তারচেয়ে বেশি চিনেন, যতটুকু একজন মা তার বাচ্চাদের চিনে থাকে। নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: ওলামায়ে কিরাম সত্য বলেছেন কিন্তু তুমি দরুদের মাধ্যমে নিজেকে পরিচিত করো নাই, আমি আমার উম্মতদের নিজের উপর দরুদ পড়ার পরিমাণ অনুযায়ী চিনে থাকি (অর্থাৎ আমার যেই উম্মত আমার উপর যতো বেশি দরুদ প্রেরণ করে আমি তাকে সেভাবে চিনে থাকে), সেই ব্যক্তির অন্তরে এই কথাটি গেঁথে গেলো আর জাগ্রত হওয়ার পর সে নিজের উপর আবশ্যক করে নিলো যে, সে হুযুর صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর প্রতিদিন একশতবার দরুদ পড়তে থাকবো এবং এটার উপর আমলও করতে রইলো, কিছুদিন পর সে পূনরায় প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দিদার লাভ করলো তখন নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: আমি এখন তোমাকে চিনি এবং (কিয়ামতের দিন) তোমার সুপারিশও করবো।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

(৯) আগুন থেকে মুক্তির লেখনী

হযরত খাল্লাদ বিন কাছির رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সাকারাতের সময় একটি কাগজ তার মাথার নিচে পাওয়া গেলো, যাতে লেখা ছিলো: এটি খাল্লাদ বিন কাছিরের জন্য আগুন থেকে মুক্তিনামা (অর্থাৎ মুক্তির বার্তা), লোকেরা তাঁর পরিবারের লোকদেরকে তাঁর আমলের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করলো, তখন তারা বললো: সে প্রতিটি জুম্মায় নবী করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর এক হাজারবার এই দরুদ শরীফটি: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدِنِ النَّبِيِّ الْاُمِّيِّ পাঠ করতো। (আল কুওলুল বদী, ৩৮২ পৃ:) প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ আরয করেন:

তামান্না হে ফরমায়ে রোযে মাহশর
ইয়ে তেরি রেহাঈ কি চিট্টি মিলি হে

(হাদায়িকে বখশিশ, ১৮৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

অদ্ভুদ প্রকৃতির ফেরেশতা

প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর বাণী: আল্লাহ পাক একজন ফেরেশতা সৃষ্টি করেছেন, যার একটি ডানা পূর্বে অপরটি পশ্চিমে, তার মাথা আরশের নিচে আর উভয় পা সপ্তম আসমানের নিচে, সৃষ্টির সংখ্যার সমান তার ডানা রয়েছে, আমার উম্মতের মধ্যে যখন কোন পুরুষ বা মহিলা আমার উপর দরুদ প্রেরণ করে, তখন আল্লাহ পাক সেই ফেরেশতাকে নির্দেশ দেন, সে যেনো আরশের নিচে নুরের সমুদ্রে ডুব দেয় সুতরাং সে ডুব দেয়, যখন বাহিরে বের হয়ে নিজের ডানা ঝাপটা দেয় তখন তার ডানা থেকে যতটি ফোঁটা টপকে পড়ে, আল্লাহ পাক প্রতিটি ফোঁটা থেকে এক একজন

www.dawateislami.net

ফেরেশতা সৃষ্টি করেন, যারা কিয়ামত পর্যন্ত তার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকে। (মুকাশাফাতুল কুলুব, ৯ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২০) মন্দ আকৃতি থেকে মুক্তি

বলা হয় যে, এক লোক জঙ্গলে এক মন্দ আকৃতিকে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: তুমি কে? সে উত্তর দিলো: আমি তোমার মন্দ আমল। সেই লোকটি বললো: তোমার কাছ থেকে মুক্তির কোন উপায় আছে কি? সে উত্তর দিলো নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পাঠ করো।

(মুকাশাফাতুল কুলুব, ৩০ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৃষ্টির সর্দারের উপর দিনের সর্দারের দিন দরুদ পড়ো

আল্লাহ পাকের প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: তোমাদের দিনসমূহের মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দিন হলো জুম্মার দিন, ঐদিন হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام সৃষ্টি হয়েছে, সেইদিন তাঁর রুহ মুবারক কবয করা হয়েছে, ঐদিন সিঙ্গায় ফুঁক দেয়া হবে এবং ঐদিনই ভূমিকম্পের সৃষ্টি হবে, সুতরাং ঐদিন আমার উপর অধিকহারে দরুদ পাঠ করো, কেননা তোমাদের দরুদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে। সাহাবায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان আরয করলেন: "ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ! আপনার ওফাতের পর দরুদে পাক আপনার নিকট কিভাবে পৌঁছবে?" ইরশাদ করলেন: "আল্লাহ পাক আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ السَّلَام এর শরীর মুবারককে গ্রাস করা মাটির জন্য হারাম করে দিয়েছেন।" (আবু দাউদ, ১/৩৯১ পৃ:, হাদীস: ১০৪৭)

www.dawateislami.net

তু জিন্দা হে ওয়াল্লা তু জিন্দা হে ওয়াল্লা
মেরি চশমে আলম সে চুপ জানে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

হাউজে কাউসারে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم চিনবেন

মালিকে জান্নাত, শাফিয়ে কাউসার প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: لَيَرِدَنَّ الْحَوْضَ عَلَيَّ اَقْوَامٌ مَّا اَعْرِفُهُمْ اِلَّا بِكَثْرَةِ الصَّلَاةِ عَلَيَّ অর্থাৎ হাউজে কাউসারে কিছুলোক আমার নিকট আসবে, যাদেরকে আমি অধিকহারে দরুদ পড়ার কারণে চিনে নিবো।" (আল কৃওলুল বদী, ২৬৪ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এক বুযুর্গুর অভ্যাস

আবু আরুবাল হাররানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্বভাব ছিলো যে, তাঁর সামনে যখন কেউ কোন হাদীসে মুবারকা পড়তো, তখন তিনি দরুদ পড়া ব্যতীত থাকতেন না এবং খুব প্রকাশ্যভাবে পাঠ করতেন এবং বলতেন যে, হাদীস শরীফ (শ্রবণ করার) একটি বরকত হলো; দুনিয়ায় অধিকহারে দরুদ পড়ার সৌভাগ্য অর্জিত হয়ে থাকে এবং আখিরাতে اِنْ شَآءَ الله জান্নাতের নেয়ামত অর্জিত হবে। (সাআদাতুদ দারাইন, ১৯৮ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২১) সন্তান লাভের সর্বোত্তম অযিফা

আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর সম্মানীত পিতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতি নকী আলী খান رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তাঁর কিতাব

www.dawateislami.net

"سُرُوْرُ الْقُلُوْب بِذِكْرِ الْمَحْبُوْب" এ লিখেন: শাহ গরিবুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আমাকে দুইজন ব্যবসায়ী (অর্থাৎ Businessman) ভাই বলেছেন যে, আমাদের সম্মানীত পিতার কোন সন্তান-সন্ততি ছিলো না, কোন এক ফকির সাহেব (অর্থাৎ আল্লাহ ওয়ালা) কে আরজি পেশ করা হলো, তিনি বললেন: (এক) কোটিবার দরুদে পাক অনির্দিষ্ট সময়ে (অর্থাৎ কোন সময় নির্ধারিত নেই, যতক্ষণ সময় লাগে) পড়ো এবং পাঠকারীদের মন খুশি করো। আমার পিতা এমনই করলেন। আল্লাহ পাক দরুদের বরকতে (তাকে) আমরা দুই ভাইকে দান করেছেন। (সুরুরুল কুলুব, ৩৬৩ পৃ:)

উপরোক্ত অযিফার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ মাদানী ফুল

এটাও হতে পারে যে, কয়েকজন আশিকে রাসূলকে একত্রিত করে দরুদ শরীফ পড়াবেন অতঃপর তাদের মেহমানদারী অর্থাৎ তাদের জন্য ভালো ভালো খাবার ইত্যাদির ব্যবস্থা করবেন এবং তাদেরকে উপহার দিবেন। অবশ্য এই বিষয়টি মনে রাখবেন যে, যাদের মাধ্যমে পড়াবেন তাদেরকে বলবেন না যে, আমরা আপনাদেরকে বিনিময়ে কিছু দিবো এবং তাদের মনেও যেনো এটা না থাকে যে, আমাদেরকে এই দরুদ পড়ার বিনিময়ে কিছু দিবে, কেননা নির্ধারণ হয়ে যাওয়া অবস্থায় তা তাদের দরুদ পড়ার বিনিময় হয়ে যাবে আর দরুদে পাকের খতমের পারিশ্রমিক নেয়া জায়িয নেই, এইভাবে কুরআরে করীমের খতমের পারিশ্রমিক, মাহফিলে নাত ও এজাতীয় অন্যান্য ইবাদত রয়েছে, যেগুলোর পারিশ্রমিক জায়িয নেই। অবশ্য কিছু নির্দিষ্ট ইবাদত রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম অনুমতি প্রদান করেছেন, সুতরাং যদি আপনি দরুদ শরীফের এই খতম কারো মাধ্যমে করান, তবে তাদের সাথে কোন কিছু নির্ধারণ করবেন

www.dawateislami.net

না আর না তাদেরকে কিছু দেয়ার কথা প্রকাশ করবেন এবং না সেই পাঠকারীদের এই মনোভাব থাকবে যে, আমরা এগুলো পড়ার বিনিময়ে কিছু পাবো। এই বিশেষ সতর্কতাটি অবশ্যই মাথায় রাখবেন, অতঃপর اِنْ شَآءَ الله আপনি নিজেই এর বরকত দেখতে পাবেন।

হার দরদ কি দাওয়া হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ
তাবীযে হার বালা হে সাল্লে আলা মুহাম্মদ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে সুন্নাতের নিদর্শন

শাহজাদায়ে ইমামে মক্কাম, মহান তাবেয়ী বুযুর্গ, হযরত ইমামে যয়নুল আবেদীন আলী বিন হোসাইন বিন আলী رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ বলেন: عَلَامَةُ اَهْلِ السُّنَّةِ كَثْرَةُ الصَّلَاةِ عَلٰى رَسُوْلِ الله অর্থাৎ রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর অধিকহারে দরুদ পাঠ করাটা আহলে সুন্নাতের একটি নিদর্শন।

(আল কুওলুল বদী, ১৩১ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(২২) আমার দরুদ আমার গুনাহের চেয়ে বেশি হয়ে গেছে

হযরত আবু হাফস রুমী আলকাগাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه অনেক বড় সর্দার ছিলেন, তাঁর ওফাতের পর কেউ তাকে স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন: "مَافَعَلَ اللهُ بِكَ؟" অর্থাৎ আল্লাহ পাক আপনার সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন? তিনি উত্তর দিলেন: আল্লাহ পাক আমার উপর দয়া করেছেন, আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন এবং আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করিয়েছেন। জিজ্ঞাসা

www.dawateislami.net

করলেন: কোন আমলের কারণে? উত্তর দিলেন: যখন আল্লাহ পাকের দরবারে উপস্থিত হলাম তখন আল্লাহ পাক ফেরেশতাদেরকে আমার গুনাহ ও আমার পাঠকৃত দরুদের হিসাব করার হুকুম দিলেন, যখন হিসাব করলেন তখন আমার দরুদ আমার গুনাহের চেয়ে বেশি হলো, আল্লাহ পাক ইরশাদ করলেন: হে আমার ফেরেশতা! তার মর্যাদা ও অবস্থান তোমাদের জন্য স্পষ্ট হয়ে গেলো, সুতরাং তার থেকে আর কোন হিসাব নিও না! আর তাকে আমার জান্নাতের দিকে নিয়ে যাও।

(আল কৃওলুল বদী, ২৫৫ পৃ:)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

এই পুস্তিকাটি পাঠ করে অপরকে দিয়ে দিন

বিবাহ অনুষ্ঠান, ইজতিমা, ওরস ও জুলূসে মিলাদ ইত্যাদিতে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত পুস্তিকা ও মাদানী ফুল সম্বলিত লিফলেট বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহকদের সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার হিসেবে দেয়ার জন্য নিজের দোকানেও পুস্তিকা রাখার অভ্যাস গড়ুন, পত্রিকা বিতরনকারী ও বাচ্চাদের মাধ্যমে নিজের এলাকার ঘরে ঘরে মাসে কমপক্ষে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ সুন্নাতে ভরা পুস্তিকা অথবা মাদানী ফুলের লিফলেট পৌঁছিয়ে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দিন এবং প্রচুর নেকী অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬
পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net